রূপকল্প, মিশন ও উদ্দেশ্যাবলি
Vision, Mission and Objectives

২

আমরা ইতোমধ্যে জেনেছি যে, কৌশলগত ব্যবস্থাপনার সঙ্গে সুদূরপ্রসারী চিন্তা, প্রবল উৎসাহ, সৃষ্টিশীলতা, ও অঙ্গীকার জড়িত। কৌশলগত ব্যবস্থাপনার আবশ্যকীয় অংশ হচ্ছে রূপকল্প, মিশন ও উদ্দেশ্যাবলি, যেগুলোর ছত্রছায়ায় ও পরম্পরায় কৌশলগত ব্যবস্থপনা প্রণীত হয়। এ ইউনিটে আমরা এ রূপকল্প, মিশন ও উদ্দেশ্যাবলি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করব। একজন শিক্ষার্থী হিসেবে এগুলো সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ ধারণা আপনারা লাভ করবেন।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ২ সপ্তাহ
এ ইউনিটের পাঠসমূহ	
পাঠ -২.১ :রূপকল্প বা ভিজন পাঠ - ২.২ :মিশন পাঠ - ২.৩ : উদ্দেশ্যাবলি	

পাঠ-২.১ রূপকল্প বা ভিজন
Vision

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি

- রূপকল্প কাকে বলে তা বলতে পারবেন
- রূপকল্পের বৈশিষ্ট্যাবলি বর্ণনা করতে পারবেন
- রূপকল্পের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবেন
- রূপকল্পের উদাহরণ দিতে পারবে

কোনো ব্যক্তি বা দল যখন কোনো প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে চায়, তখন তার বা তাদের মনে কিছু একটা করার, স্বতন্ত্র কিছু করার, নতুন কিছু করার ইচ্ছা বা স্বপ্ন থাকে। এরা হলেন উদ্যোক্তা আর এদের এ স্বপ্ন হলো রূপকল্প বা ভিজন। "বাঙালিদের একটা স্বাধীন দেশ দরকার" এই রকম একটা প্রায় অসম্ভব ইচ্ছা বা স্বপ্ন নিয়ে গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়া থেকে উঠে আসা এক যুবক যে যাত্রা শুরু করলেন, তা-ই শুকতারার মত ২৪ বছর তাঁকে চালিত করে স্বপ্নের স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ দিল। এ স্বপ্নই হলো রূপকল্প। "দারিদ্র্য থাকবে না " এমনই একটা বোকার ইচ্ছা নিয়ে বাংলাদেশের চট্টগ্রাম বিশ্বদ্যিালয়ের অর্থনীতি বিভাগের একজন তরুন শিক্ষক/ প্রভাষক জোবরা গ্রাম থেকে সামান্য কিছু অর্থ মাইক্রো ঋণ দিয়ে হতদরিদ্র মানুষের দারিদ্র্য থেকে মুক্তির যে স্বপ্নের অভিযাত্রা শুরু করেন, তা-ই আজ সামাজিক ব্যবসায় ধারণার গ্রামীণ ব্যাংকে রূপান্তরিত হয়ে বিশ্বব্যাপী দেশে দেশে আলোর দিশা দিচ্ছে। এ স্বপ্নই হলো রূপকল্প বা ভিজন। গটলিয়েব ডাটওইলার নামে একজন ব্যক্তি ১৯২৫ সালে সমাজের অতি দরিদ্র শ্রেণির সাহায্য করার স্বপ্ন নিয়ে পাঁচটি ট্রাকে চিনি, কফি,চাউল, মেকারনি, ও সাবান নিয়ে গতানুগতিক বণ্টনপ্রণালি ভেঙে "দরিদ্রের কাছে দ্রব্য" দেওয়ার মাইগ্রোস সমবায় নামে যে যাত্রা শুরু করেন, তা-ই আজ সুইচ সুপার মার্কেট চেইন হয়ে সমাজের দরিদ্র জনগোষ্টির সেবা দিয়ে যাচ্ছে। দরিদ্রের কাছে দ্রব্য - ডাটওইলার নামক শিল্পোদ্যোক্তার ঐ স্বপ্নই হলো রূপকল্প।স্টিইভ জবসের "উন্মত্ত বিশাল" কম্পিউটার সৃষ্টির ভাবনাই আজকের পার্সোনাল কম্পিউটার হিসেবে বিশ্বকে বদলে দিয়েছে, যা সম্ভব বলে আগে কখনই বিশ্বাস করা হতো না। জবসের এ অসম্ভবের স্বপ্নই হলো রূপকল্প বা ভিজন। তা হলে বোঝা গেল, রূপকল্প হলো প্রতিষ্ঠানের উদ্যোক্তাদের প্রারম্ভিক সেই কল্পতরু যা অবিশ্বাস্য হলেও তারা দেখে, বাস্তবায়ন করে ও সারা জীবন এটি দ্বারা চালিত হয়। এ প্রেক্ষাপটে এবার আমরা রূপকল্প বা ভিজন এর কতকগুলো সংজ্ঞা দিব।

রূপকল্পেরসংজ্ঞা
Definition of vision

রূপকল্প বা ভিশন (Vision) শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো মহৎ ভাবনা বা প্রজ্ঞা নিয়ে ভবিষ্যৎ সম্পর্কে চিন্তা করা বা পরিকল্পনা করার সামর্থ্য বা সক্ষমতা।এ ভাবনা কল্পনাকেও হার মানায়। তারপরেও এক সময় তা বাস্তবে রূপ নেয়। সাধারণ মানুষের কাছে আপাত অসম্ভব এমন একটি "পাগলা ভাবনাবা স্বপ্নের" নাম রূপকল্প বা ভিজন।

মিলার ও ডেস (১৯৯৬) এর মতে রূপকল্প বা ভিজন হলো এমন ধরনের ইচ্ছা যা ব্যাপক, সর্বস্বযুক্ত অগ্রচিন্তা। [Vision refers to the category of intentions that are broad, all -inclusive, and forward thinking.]

ট্রেগো (১৯৯০) মনে করেন, রূপকল্প প্রত্যাশিত লক্ষ্য অর্জনের উপায় নির্দিষ্টকরণ ছাড়াই ভবিষ্যৎ আকাঙ্খা বর্ণনা করে। [Vision describes aspirations for the future, without specifying the means that will be used to achieve those desired ends.]

ডেভিড (২০০৯) ভিশনকে একটু অন্যভাবে সংজ্ঞায়িত করেছেন। রূপকল্প বিবরণী "আমরা কী হতে চাই" এ মৌলিক প্রশ্নের উত্তর দেয়। [Vision statement should answer the basic question, "What do we want to become?]

কলিন ও পোরাস (১৯৯১) এর মতে, রূপকল্প হলো ব্যবসায়ের জন্য ও জীবনের জন্য কোনটি গুরুত্বপূর্ণ, কীভাবে ব্যবসায় পরিচালিত হবে, প্রতিষ্ঠানের মানবতার ধারণা কী, সমাজে এর ভূমিকা কী, কীভাবে বিশ্ব কাজ করে, এবং কোনটি কখনই ভাঙা যাবে না ইত্যাদি সম্পর্কে প্রতিষ্ঠানের দার্শনিক চালিকাশক্তি হিসেবে গৃহীত মূল্যবোধ ও বিশ্বাস।

উপর্যুক্ত আলোচনা ও সংজ্ঞার আলোকে বলা যায়, রূপকল্প হলো প্রতিষ্ঠানের উদ্যোক্তা বা উদ্যোক্তাদেরসুদূর প্রসারী ব্যতিক্রমী দার্শনিক চিন্তাভাবনা, যা প্রতিষ্ঠান কী হতে চায় ও সমাজে কী দিতে চায় সে সম্পর্কে অবহিত করে।

এ আলোচনা থেকে বোঝা যায় যে, রূপকল্পের কিছু নিজস্ব বৈশিষ্ট্য রয়েছে। আসুন জেনে নিইরূপকল্পের কী কী বৈশিষ্ট্য রয়েছে।

রূপকল্পেরবৈশিষ্ট্যাবলি

Characteristics of vision

১. রূপকল্প শিল্পোদ্যোক্তাদের ব্যক্তিগত স্বপ্ন, আশা বা আকাঙ্খা, যা তারা একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার মাধ্যমে অর্জন করতে চায়। এতে আমরা কী হতে চাই বা প্রতিষ্ঠান কী জন্য গড়ে তোলা হবে সে কথাই থাকে।

২. রূপকল্প লিখিত বা অলিখিত হতে পারে। লিখিত হলে তা শিল্পোদ্যোক্তাদের ধারণা, বিশ্বাস, আশা বা স্বপ্ন বৈশিষ্ট্যপূর্ণ, চমৎকার, ও আকর্ষণীয় ভাষায় লিখিত হতে হয়।

৩. রূপকল্প অবশ্যই জাদুকরী হবে। এটি সাধারণ 'মূলা দেখাও, কাজ পাও' ধরনের না হয়ে হবে 'মানুষের আবেগ ও আশা-আকাঙ্খার কাছে প্রবল আবেদন সৃষ্টিকারী'। এ জন্য রূপকল্প হতে হয় প্রবল উৎসাহমূলক যথা সেরা সেবা, সর্বোৎকৃষ্ট পণ্য, অভাবনীয় পণ্য এমন প্রেরণাদায়ক ভাষায় প্রকাশিত যা, ব্যক্তিদের মধ্যে মহৎ বা বিরাট কিছু অর্জন করার প্রেরণা দেয়।

৪. রূপকল্প আমরা কী হতে চাই বা কোথায় যেতে চাই তার একটা বিস্তৃত অবাধ দৃশ্যপট প্রদান করে। এটি প্রতিষ্ঠানের স্বপ্নের এক বিশাল ক্যানভাস যা মানুষের মনে অসীম আশা জাগিয়ে তোলে ও সামনে যাওয়ার দিগন্ত প্রদান করে।

৫. রূপকল্পের বর্ণনা সাধারণত ছোটো ও এক বাক্যে হয়। এমনটি হলে দায়গ্রহণকারীদেরকে সহজে জানানো যায় ও তারা সহজে তা বোঝতে পারে।

৬. রূপকল্প একটিঅতি দীর্ঘ-মেয়াদী পরিকল্পনা ও লক্ষ্যবস্তু। এটি অর্জনের জন্য চেষ্টা চলবে, তবে কখনই চূড়ান্তভাবে অর্জিত হবে না। ধরি ধরি করেও ধরা যাবে না।

৭. রূপকল্পে উদ্যোক্তাদের সকলের মনোভাবের প্রতিফলন থাকবে বা ব্যবস্থাপকদের সকলের কাছ থেকে ধ্যানধারণা নিয়ে এটি তৈরি হয়। যাতে রূপকল্প সকলের কাছে ব্যবসায়িক ও যৌক্তিক দৃষ্টিকোণ থেকে গ্রহণযোগ্য হয়।

রূপকল্পেরউদাহরণ

টাইসন ফুড: আমিষের সমাধানে বিশ্বের প্রথম পছন্দ হওয়া, সেই সাথে শেয়ারমালিকদের মূল্য সর্বোচ্চ করা।

জেনারেল মটর: পরিবহন ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট পণ্যের বিশ্ব-নেতা হওয়া।

বাংলাদেশ বিমান: আকাশে শান্তির নীড় হওয়া।

গ্লাক্সো স্মিথক্লিন ঔষধ কোম্পানি: মানুষদের বেশি কাজ করার, আরও ভালো বোধ করার এবং একত্রে বসবাস করার জন্য সক্ষম করে তোলার মাধ্যমে মানব জীবনের মান বৃদ্ধি করা।

রূপকল্পপ্রয়োজন কেন

Why is vision necessary

১. রূপকল্প একটি প্রতিষ্ঠান কোথায় যাচ্ছে কোন দিকে যাচ্ছে তার একটা পরিষ্কার দিকনির্দেশনা দান করে। ফলে, প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীরা তাদের সামগ্রিক লক্ষ্য সম্পর্কে একটা স্বচ্ছ ধারণা পায় এবং তাদের লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত হওয়া রোধ করে।

২. রূপকল্প ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার একটি নির্দিষ্ট ধারণা প্রদান করে। ফলে, স্বপ্নের লক্ষ্য অর্জনের জন্য কী ধরনের কৌশল প্রণয়ন করতে হবে তার পথনির্দেশ পাওয়া যায়।

৩. রূপকল্প ব্যবস্থাপকদের কৌশলগত চিন্তা করতে বাধ্য করে। রূপকল্প অর্জনের জন্য ব্যবস্থাপকদের পরিবেশগত উপাদান বিশেষ করে বহিঃস্থ পরিবেশের উপাদানগুলোর স্বরূপ জানতে হয়, এগুলোর উঠতি-পড়তি নজরদারিতে রাখতে হয় ও এদের স্বল্পমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব বিশ্লেষণ করতে হয়।

৪. রূপকল্প থেকে ব্যবস্থাপকগণ পরিবর্তনের ডামাডোলের মধ্যে যৌক্তিক উপসংহারে আসার সূত্র পায় এবং লক্ষ্যে পৌঁছানোর নানাবিধ মতপথ থেকে কার্যকর পথটি বাছাই করতে পারে।

৫. রূপকল্প ব্যবস্থাপকদের কাছে আলোকবর্তিকার মতো কাজ করেন, যার আলোকে তারা প্রতিষ্ঠানের সম্পদ বণ্টন করতে পারে ও প্রতিষ্ঠানের যেখানে যাওয়ার দরকার সেখানে যাওয়ার জন্য অত্যাবশ্যকীয় কৌশল নির্বাচনের ভিত্তি হিসেবে কাজ করে।

৬. রূপকল্প ছাড়া একটি প্রতিষ্ঠান তীব্র স্রোতে ভাসমান নৌকার মত পথহারা দিশাহারা হয়ে পড়ে। প্রতিষ্ঠান না পারে প্রতিষ্ঠা পেতে, না পারে লক্ষ্য অর্জন করতে, না পারে শিল্প-নেতা হতে। রূপকল্পই পারে এ সব দুরবস্থা থেকে প্রতিষ্ঠানকে রক্ষা করতে, কেননা রূপকল্পই প্রতিষ্ঠানকে ভবিষ্যতের নিশ্চিত পথ দেখায়।

সারসংক্ষেপঃ

রূপকল্প বা ভিজন হলো এমন ধরনের ইচ্ছা যা ব্যাপক, সর্বস্বযুক্ত অগ্রচিন্তা। রূপকল্পের বৈশিষ্ট্য হলো রূপকল্প শিল্পোদ্যোক্তাদের ব্যক্তিগত স্বপ্ন, আশা বা আকাঙ্খা, এটি লিখিত বা অলিখিত হতে পারে, এর বর্ণনা সাধারণত ছোটো ও এক বাক্যে হয়, এটি একটি অতি দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা ও লক্ষ্যবস্তু ইত্যাদি। রূপকল্প প্রয়োজনীতার কারণ হলো রূপকল্প একটি প্রতিষ্ঠান কোথায় যাচ্ছে কোন দিকে যাচ্ছে তার একটা পরিষ্কার দিকনির্দেশনা দান করে, রূপকল্প ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার একটি নির্দিষ্ট ধারণা প্রদান করে, রূপকল্প ব্যবস্থাপকদের কাছে আলোকবর্তিকার মতো কাজ করে যার আলোকে তারা প্রতিষ্ঠানের সম্পদ বণ্টন করতে পারে ইত্যাদি।

পাঠ-২.২ মিশন
Mission

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি

- মিশন কাকে বলে তা বলতে পারবেন
- মিশনের বৈশিষ্ট্যাবলি বর্ণনা করতে পারবেন
- মিশন বিবৃতির উপাদনসমূহ বলতে পারবেন
- মিশনের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবেন
- মিশনের উদাহরণ দিতে পারবে

মিশন হলো কোনো রাষ্ট্র বা সমাজে ব্যবসায় করার জন্য সামাজিক অনুমোদন পাওয়ার লক্ষ্যে দেওয়া প্রতিষ্ঠানিক ঘোষণা। যে কোনো সমাজ বা রাষ্ট্রে ব্যবসায় করতে হলে তাদের অনুমোদন লাগে। যে পণ্য বা সেবা দিয়ে সমাজে ব্যবসায় করা হবে তার পক্ষে সামাজিক বা রাষ্ট্রীয় অনুমোদন লাগে।এসামাজিক বৈধতা পাওয়ার জন্য একটি প্রতিষ্ঠান জনসাধারণের উদ্দেশ্যে এর পণ্য বা সেবার যৌক্তিকতা ও গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে যে ঘোষণা প্রদান করে, তা হলো মিশন।

মিশনের সংজ্ঞা
Definition of mission

মিশন প্রতিষ্ঠানের ব্যবসায় নিয়ে জনগণের উদ্দেশ্যে দেওয়া একটি বিবৃতি। এখানে 'আমাদের ব্যবসায় কী ?' এ কথা বলা হয়। অর্থাৎ মিশন বিবরণী প্রতিষ্ঠানের বর্তমান ব্যবসায়, তার সক্ষমতা, ক্রেতাগোষ্টি, কার্যাবলি ও ব্যবসায়ের চালচিত্র সর্বসাধারণের উদ্দেশ্যে বর্ণনা করে। এবার মিশনের কয়েকটি সংজ্ঞা দেখে নেয়া যাক -

মিশন বিবৃতি একটি প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্বের মৌলিক কারণ ব্যাখ্যা বা সংজ্ঞায়িত করে এবং সমাজে এর কার্যকে বৈধতা পেতে সাহায্য করে। - **গ্লুয়িক ও জস** (১৯৮৪) [A mission statement defines the basic reason for the existence of an organization and helps legitimize its functions in society.]

মিশন হলো একটি সংগঠনের স্বতন্ত্র উদ্দেশ্য এবং এর কার্যাবলির পরিধি। - **হিল, জোন্স,ও গ্যালভিন** (২০০৪) [Mission is an organization's unique purpose and the scope of its activities.]

মিশন হলো উদ্দেশ্য সম্পর্কে একটি স্থায়ী বিবৃতি যা একটি প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্বের কারণ ঘোষণা করে প্রতিষ্ঠানকে অন্য সমজাতীয় প্রতিষ্ঠান থেকে আলাদা করে। - **ডেভিড** (২০০৯)[Mission is an enduring statement of purpose that distinguishes one organization from other similar enterprises containing a declaration of an organization's 'reason for being'.]

একটি কোম্পানির মিশন বিবরণ এর বর্তমান ব্যবসায়ের আওতার ওপর আলোকপাত করে বলে -"আমরা কারা, আমরা কী করি"। - **থম্পসন ও স্ট্রিকল্যান্ড** (২০০৩) [A company's mission statement focuses on its present business scope –'who we are, what we do'.]

মিশনের উপর্যুক্ত সংজ্ঞাগুলোর আলোকে বলা যায় যে, মিশন একটি বিবৃতি যা একটি প্রতিষ্ঠান তার বর্তমান ব্যবসায়, পণ্য,সম্ভাব্য ক্রেতাগোষ্টি, স্বাতন্ত্র্য, ব্যবসায়ের যৌক্তিকতা, ও কাজের পরিধি সম্পর্কে সমাজের সর্বসাধারণের উদ্দেশ্যে প্রদান করার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের জন্য সামাজিক বৈধতা ও গ্রহণযোগ্যতা পেতে চায়।

মিশনের বৈশিষ্ট্যাবলি

Features of mission

১. মিশন বিবৃতি কোনো একটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্বের কারণ ও যুক্তি ব্যাখ্যা করে। এ ব্যাখ্যা বিভিন্ন পক্ষের কাছে গ্রহণীয় ভাবে উপস্থাপন করা দরকার। কেননা, সাধারণ জনগণ জানতে চায় প্রতিষ্ঠান কতটুকু সামাজিক সেবা প্রদান করবে আর দায়গ্রহণকারীরা চায় কতটুকু লাভ তাদের হবে তা জানতে। এ দাবিগুলোর মধ্যে একটা সুষ্ঠু কার্যকর মিশ্রণ করে মিশন প্রস্তুত করা হয়।

২. মিশন বিবৃতি বেশি বিস্তৃত বা বেশি নির্দ্দিষ্ট না হয়ে নাতিদীর্ঘ হওয়া বাঞ্চনীয় এবং তা ২৫০ শব্দের মধ্যে রাখা উচিৎ। মিশন বিবৃতি যেন পাঠকদের মধ্যে প্রতিষ্ঠান ও তার পণ্য সম্পর্কে অনুকূল মনোভাব সৃষ্টি করে ও এর পক্ষে কাজ করতে উদ্বুদ্ধ করে।

৩. মিশন বিবৃতির কার্যকাল বা প্রভাব দীর্ঘস্থায়ী হয়। একটি কার্যকর মিশন এই ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানটি সফল হবে, এর ভালো দিক নির্দেশনা আছে এবং সময়, সমর্থন ও বিনিয়োগের দিক থেকে এটি মূল্যবান, এমন ধারণা তৈরি করবে।

৪. মিশন প্রতিষ্ঠানের ভবিষ্যৎ প্রবৃদ্ধির দিশা দেয় ও কৌশল নির্বাচনের কার্যকর মানদণ্ড প্রদান করে। কৌশল উদ্ভাবন ও বাছাই করার ভিত্তি হবে মিশন। তাই, মিশন বর্ণনা হতে হবে গতিশীল এবং তাতে উজ্জ্বল সম্ভাবনাময় ভবিষ্যৎ প্রবৃদ্ধির দিক নির্দেশ থাকতে হবে।

৫. মিশন বিবৃতি ক্রেতামুখী হয়। মিশন বর্ণনায় থাকতে হবে সম্ভাব্য ক্রেতাসাধারণের প্রত্যাশা পূরণোপযোগী পণ্য বা সেবার বর্ণনা, ক্রেতাবান্ধব ভবিষ্যৎ পণ্যের রূপরেখা, সংগঠনের ভোক্তা-দর্শন ও ভোক্তামুখী কার্যক্রমের বিবরণ।

৬. মিশন হলো প্রতিষ্ঠানের সামাজিক পলিসির ঘোষণা। মিশন বর্ণনায় প্রতিষ্ঠানের সামাজিক দায়বদ্ধতার কথা থাকতে হবে। ক্রেতা, পরিবেশ, সংখ্যালঘু জনগণ, পিছিয়ে পড়া সম্প্রদায় ও অসুবিধাগ্রস্থ অন্যান্য দলের প্রতি প্রতিষ্ঠানের দায়বদ্ধতা সম্পর্কে কী করা হবে তার নীতিনির্ধারণী বক্তব্য মিশনে থাকতে হবে। প্রতিষ্ঠান যে সামাজিক দায়বদ্ধতা স্বীকার করে এবং এ সম্পর্কে তার অঙ্গীকার কী কী তা যেন মিশন পড়ে সর্বসাধারণ জানতে পারে।

৭. মিশন বিবৃতি প্রতিষ্ঠানকেন্দ্রিক একটি অনন্য বর্ণনা। এটি যে প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রস্তুত করা হয়, শুধু তারই কথা বলে। মিশনে প্রতিষ্ঠানের ক্রেতা, পণ্য, বাজার, প্রযুক্তি, উদ্বেগ, দর্শন, স্বকীয় ধারণা, গণ ভাবমূর্তি ও কর্মচারীদের প্রতি উদ্বেগের কথা থাকে।

৮. মিশন বিবৃতি প্রতিষ্ঠানে কর্মরত সকল ব্যক্তিদের জন্য উচ্চঅনুপ্রেরণাদায়ক করে প্রস্তুত করা হয়। এখানে কর্মচারীদের আদর্শ কার্য আচরণ, নৈতিক আচরণ, ন্যূনতম আইনগত আচরণ ইত্যাদি আচরণগত বিষয়ে করণীয় নির্দেশ করে।

৯. মিশন বিবৃতি কৌশল প্রণয়নের আওতা প্রতিষ্ঠা করে। এটি কতকগুলো নির্দিষ্ট লক্ষ্য ও অঙ্গীকারের ওপর জোর দেয় যার আওতাধীনে ব্যবস্থাপকদের কৌশল প্রণয়ন করতে হয়, বিভিন্ন দায়গ্রহণকারীদের চাহিদার মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করতে হয় এবং ব্যবসায়ের বৈচিত্র্যকরণের সিদ্ধান্ত নিতে হয়।

মিশনের বৈশিষ্টাবলি তো জানা হলো। এবার চলুন একটা মিশনে কী কী বিষয় থাকে তা জানা যাক।

মিশন বিবৃতির উপাদানসমূহ

Elements of mission statement

মিশন বিবৃতি লম্বায়, উপাদানে, আকারে ও নির্দিষ্টতায় নানা রকম হতে পারে। অধিকাংশ বিশেষজ্ঞগণ মনে করেন যে, একটি কার্যকর মিশন বিবরণে নিচের বিষয়গুলো সম্পর্কে বক্তব্য থাকতে হবে:

১. ক্রেতা - কারা প্রতিষ্ঠানের ক্রেতা হবে তা মিশনে থাকে।

২. পণ্য বা সেবা - প্রতিষ্ঠানের মুখ্য পণ্য বা সেবাসমূহ কী কী হবে তা মিশনে থাকতে হবে।

৩. বাজার - ভৌগলিকভাবে কোন এলাকায় প্রতিষ্ঠানের পণ্য বা সেবা বাজারজাত করা হবে তার বর্ণনা মিশনে থাকতে হবে।

৪. প্রযুক্তি - প্রতিষ্ঠানের প্রযুক্তির আধুনিকতা অর্থাৎ প্রযুক্তির ধরন কী হবে তা মিশনে বর্ণনা করতে হবে।

৫. অস্তিত্ব, প্রবৃদ্ধি ও লাভজনকতা -প্রবৃদ্ধি ও আর্থিক সামর্থ্য লাভের প্রতি প্রতিষ্ঠানের উদ্বেগ ও অঙ্গীকার কী হবে তার বর্ণনা মিশনে থাকতে হবে।

৬. দর্শন - প্রতিষ্ঠানের মৌলিক বিশ্বাস, মূল্যবোধ, আশা-আকাঙ্খা, ও নৈতিক অগ্রাধিকার কি হবে তার সংক্ষিপ্ত উল্লেখ মিশনে থাকতে হবে।

৭. আত্মধারণা - প্রতিষ্ঠানের পার্থক্যসূচক সামর্থ্য, স্বক্ষমতা ও প্রধান প্রতিযোগিতামূলক সুবিধাদি কী হবে তা মিশনে থাকতে হবে।

৮. গণ ভাবমুর্তি - বিভিন্ন সামাজিক, সম্প্রদায় ও পরিবেশগত বিষয়ে প্রতিষ্ঠানের উদ্বেগ, প্রতিক্রিয়া ও অঙ্গীকার কী হবে তার উল্লেখ মিশনে থাকতে হবে।

৯. কর্মচারীগণ -প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীদের বিষয়ে উদ্বেগের ধরন কী হবে অর্থাৎ কর্মচারীগণকে প্রতিষ্ঠানের মূল্যবান সম্পদ হিসেবে গ্রহণ করা হবে কী হবে না তা মিশনে থাকতে হবে।

মিশন বিবৃতির উদাহরণ

Examples of Mision

১. ক্রেতা সম্পর্কিত বিবৃতি - আমরা বিশ্বাস করি যে, আমাদের সর্বপ্রথম দায়িত্ব হলো ডাক্তার, নার্স, রোগী, মা ও অন্যান্যদের প্রতি, যারা আমাদের পণ্য ও সেবা ব্যবহার করে (জনসন এন্ড জনসন)।

২. পণ্য বা সেবা সম্পর্কিত বিবৃতি - এম্যাক্স এর প্রধান পণ্য হলো মলিবডেনাম, কয়লা, আকরিক লোহা, কপার, লিড, জিঙ্ক, পেট্রোলিয়াম, প্রাকৃতিক গ্যাস, পটাশ, ফসফেট, নিকেল, টাঙসটেন, সিলভার, সোনা, ও ম্যাগনেসিয়াম (এম্যাক্স ইনি্জনিয়ারিং কোং)।

৩. বাজার সম্পর্কিত বিবৃতি - উত্তর আমেরিকার বাজারই আমাদের মৌলিক লক্ষ্য, যদিও বৈশ্বিক বাজার অনুসন্ধান করা হবে। (ব্লকওয়ে)।

৪. প্রযুক্তি সম্পর্কিত বিবৃতি -আমরা ধূমপায়ীদের জন্য এমন প্রযুক্তি উদ্ভাবন করার লাগাতার চেষ্টায় নিয়োজিত থাকবো, যা ধূমপানের সঙ্গে জড়িত স্বাস্থ্য ঝুঁকি কমাবে (আর,জে,রেনল্ড)।

৫. অস্তিত্ব, প্রবৃদ্ধি ও লাভজনকতা নিয়ে উদ্বেগ সম্পর্কিত বিবৃতি - কোম্পানি তার কার্যাবলি প্রজ্ঞার সঙ্গে পরিচালনা করবে এবং লাভ ও প্রবৃদ্ধি প্রদান করবে, যার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের চূড়ান্ত সাফল্য নিশ্চিত হবে (হুভার ইউনিভার্সাল)।

৬. দর্শন সম্পর্কিত বিবৃতি - আমাদের বিশ্বমানের নেতৃত্ব ঐ ব্যবস্থাপনা দর্শনের প্রতি উৎসর্গিত, যা মানুষকে লাভের উর্ধ্বে মানবিকতায় ধরে রাখে (কেলগ)।

৭. আত্মধারণা সম্পর্কিত বিবৃতি - আমাদের প্রত্যেক কর্মীর মধ্যে আরও সৃষ্টিশীল যোগ্যতা ও কর্মদ্যোগের বিস্ফোরণ ঘটিয়ে আমরা মৌলিক ভোক্তা পণ্যের ক্রমোন্নতির মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী শীর্ষ-নেতৃত্ব অর্জন করায় অঙ্গীকারবদ্ধ (জিলেট কোম্পানি)।

৮. গণ ভাবমূর্তি নিয়ে উদ্বেগ সম্পর্কিত বিবৃতি -আমরা যে সকল দেশে ব্যবসায় করি, তাদের সমাজের অর্থনৈতিক শক্তি বৃদ্ধিতে অবদান রাখব ও স্থানীয়, রাষ্ট্রীয় ও জাতীয় পর্যায়ে একজন ভালো কর্পোরেট নাগরিক হিসেবে কাজ করব (ফাইজার)।

৯. কর্মচারীগণ নিয়ে উদ্বেগ সম্পর্কিত বিবৃতি - ভালো কাজের পরিবেশ, উন্নত নেতৃত্ব, কার্য পারদর্শিতার ভিত্তিতে বেতন, আকর্ষণীয় সুবিধা বা ভাতা, প্রমোশন ও জ্ঞানার্জনের সুযোগ, এবং উচ্চ মাত্রার নিয়োগ - নিরাপত্তা দানের মাধ্যমে আমরা ব্যতিক্রমী যোগ্যতা, চরিত্র, উৎসর্গ মনোভাবাপন্ন কর্মী নিয়োগ, উন্নয়ন, প্রেষণাদান, পুরস্কার প্রদান ও ধরে রাখার চেষ্টা করব (ওয়াকোভিয়া কর্পোরেশন)।

মিশন বিবৃতির বা বিবরণের প্রয়োজনীয়তা

Need for mission statement

১. মিশন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সর্বসম্মত উদ্দেশ্য নিশ্চিত করে। মিশন বিবরণীতে যে অঙ্গীকার ও ঘোষণা করা হয় তা অর্জন করা প্রতিষ্ঠানের জন্য অত্যাবশ্যক হয়ে পড়ে। ফলে, প্রতিষ্ঠানের সকল সদস্যের কাছে মিশন একটি অবশ্য পালনীয় উদ্দেশ্য হয়ে গৃহীত হয় ও সকলেই একমুখী সমন্বিত কার্যক্রম গ্রহণে উদ্বুদ্ধ হয়।

২. সাংগঠনিক সম্পদ বণ্টনের ভিত্তি বা মানদণ্ড প্রদান করে। মিশন বিবরণী সাংগঠনিক কর্মকাণ্ডের দিকগুলো সম্পর্কে প্রতিষ্ঠান কী করতে চায় সে সম্পর্কে সর্বসাধারণকে অবহিত করে। সেই ঘোষণা অনুসারে কার্য সম্পাদন করার জন্য প্রয়োজনীয় সম্পদ আহরণ ও ব্যবহার করার জন্য তহবিল না দিলে তা অর্জন করা যায় না। সে জন্য মিশণ কোন কাজে কত সম্পদ/তহবিল দিতে হবে তার একটা ভিত্তি প্রদান করে।

৩. সংগঠনের মধ্যে একটি সাধারণ পরিবেশ প্রতিষ্ঠা করে। মিশন সংগঠনের সকল কর্মচারীদের জন্য অবশ্য-পালনীয় উদ্দেশ্য প্রদান করে। এ উদ্দেশ্যাবলি অর্জনে সকলেই এক মনে কাজ করার জন্য একটা কর্মমুখী ও মানবীয় সাধারণ কার্যপরিবেশ পায়।

৪. সাংগঠনিক উদ্দেশ্য ও দিক-নির্দেশের সঙ্গে ব্যক্তিদের একাত্মহওয়ার জন্য ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে কাজ করে। প্রতিষ্ঠানে কর্মরত ব্যক্তিগণ সংগঠনের সাথে একাত্ম হওয়ার কেন্দ্রীয় বিন্দু হিসেবে মিশনকে খুঁজে পায়। কেননা, মিশন যেঅঙ্গীকার ও ঘোষণা দেয় তা অর্জনের জন্য সকলে কাজে করে বিধায় মিশন সাংগঠনিক উদ্দেশ্য ও দিক-নির্দেশের সঙ্গে ব্যক্তিদের একাত্ম হওয়ার জন্য ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে কাজ করে।

৫. সংগঠনের মধ্যে দায়িত্ব ও কাজ বণ্টনের জন্য মিশন সাংগঠনিক উদ্দেশ্যকে কার্যকাঠামোয় রূপান্তর করতে সাহায্য করে। মিশন ক্রেতা, বাজার, প্রযুক্তি, গণ ভাবমূর্তি ইত্যাদি নিয়ে প্রতিষ্ঠানের অভীপ্সা প্রকাশ করে এবং তা সংগঠনের উদ্দেশ্যাবলি বাস্তবায়নে কোন কোন ক্ষেত্রে কাজ করতে হবে তা নির্দিষ্ট করে দেয়। ফলে দায়িত্ব ও কার্য বণ্টনেরও ভিত্তি হয়।

৬. মিশন সাংগঠনিক লক্ষ্যকে সুনির্দিষ্ট কার্য উদ্দেশ্যে এমন ভাবে ভাগ করতে সাহায্য করে যেন ব্যয়, সময়, ও পারিদর্শিতার মাপকাঠিতে তা পরিমাপ ও নিয়ন্ত্রণ করা যায়।ফলে মিশন প্রতিষ্ঠানের কার্যপারদর্শিতা মূল্যায়নের ভিত্তি হিসেবেও কাজ করে।

সারসংক্ষেপঃ

মিশন প্রতিষ্ঠানের ব্যবসায় নিয়ে জনগণের উদ্দেশ্যে দেওয়া একটি বিবৃতি। এখানে 'আমাদের ব্যবসায় কী ?' এ কথা বলা হয় । মিশন বিবৃতি একটি প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্বের মৌলিক কারণ ব্যাখ্যা বা সংজ্ঞায়িত করে এবং সমাজে এর কার্যকে বৈধতা পেতে সাহায্য করে । মিশনের বৈশিষ্ট্যাবলি হলো মিশন বিবৃতি কোনো একটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্বের কারণ ও যুক্তি ব্যাখ্যা করে, এটি নাতিদীর্ঘ হওয়া বাঞ্চনীয় এবং তা ২৫০ শব্দের মধ্যে রাখা উচিৎ, এটি পাঠকদের মধ্যে প্রতিষ্ঠান ও তার পণ্য সম্পর্কে অনুকূল মনোভাব সৃষ্টি করে, ও মিশন বিবৃতির কার্যকাল বা প্রভাব দীর্ঘস্থায়ী হয়। মিশন বিবৃতিতে পণ্য, ক্রেতা, বাজার, প্রযুক্তি, আওতা, গণ ভাবমূর্তি , অস্তিত্ব, প্রবৃদ্ধি ও লাভজনকতা নিয়ে উদ্বেগ, দর্শন, আত্মধারণা সম্পর্কিত বিবৃতি ও কর্মচারী সম্পর্কে বর্ণনা থাকে। মিশন বিৃতির প্রয়োজনীতার নানা দিক এ পাঠে আলোচিত হয়েছে। যেমন- ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানটি সফল হবে, সময় -সমর্থন - বিনিয়োগের দিক থেকে এটি মূল্যবান, এমন ধারণা তৈরি করবে সাংগঠনিক সম্পদ বণ্টনের ভিত্তি বা মানদণ্ড প্রদান করে, সংগঠনের মধ্যে একটি সাধারণ পরিবেশ প্রতিষ্ঠা করে ইত্যাদি।

পাঠ-২.৩ উদ্দেশ্যাবলি
Objectives

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি

- উদ্দেশ্য কাকে বলে তা বলতে পারবেন।
- উদ্দেশ্যের বৈশিষ্ট্যাবলি বর্ণনা করতে পারবেন।
- উদ্দেশ্য নির্ধারণ গুরুত্বপূর্ণ কেন তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

কৌশলগত ব্যবস্থাপনার এ পর্যায়ে সাংগঠনিক উদ্দেশ্যাবলি নির্ধারণ করা হয়। উদ্দেশ্য হলো একটি নির্দিষ্ট সময় কালে সংগঠন যা অর্জন করতে চায় তার বিবরণ/ বিবৃতি। প্রতিষ্ঠানের ভিজন ও মিশনে বিধৃত স্বপ্ন ও অঙ্গীকার আরও বাস্তবানুগ ও নির্দিষ্ট করে উদ্দেশ্যে প্রকাশ করা হয়। এ উদ্দেশ্য নির্ধারণের জন্য অভ্যন্তরীণ ও বহিস্থ পরিবেশ বিশ্লেষণ করতে হয়। অভ্যন্তরীণ পরিবেশ বিশ্লেষণ করলে প্রতিষ্ঠানের শক্তি ও দূর্বলতা সম্পর্কে জানা যায় আর বহিস্থ পরিবেশ বিশ্লেষণ করলে প্রতিষ্ঠানের জন্য সুযোগ ও এর প্রতি হুমকি সম্পর্কে জানা যায়। তারপর এ সব বাস্তব অবস্থার আলোকে প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতা ও দূর্বলতার বিচারে অর্জনযোগ্য লক্ষ্য স্থির করা হয়। এবার নির্দিষ্ট ভাবে উদ্দেশ্যের সংজ্ঞা নিয়ে আলোচনা হবে।

উদ্দেশ্য কাকে বলে
What is objective

কোনো সংগঠন একটি নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে যা অর্জন করার পরিকল্পনা করে তাকে উদ্দেশ্য বলে। উদ্দেশ্য হলো একটি মেয়াদভিত্তিক নির্দিষ্ট আয়, উৎপাদন, পারদর্শিতা ইত্যাদি অর্জনের করার প্রত্যাশিত লক্ষ্য।এবার নিচে কয়েকটি বিশেষজ্ঞ সংজ্ঞা দেওয়া হলো।

"উদ্দেশ্য হলো ঐ সকল লক্ষ্য যা একটি প্রতিষ্ঠান তার অস্তিত্ব ও কার্যাবলি দিয়ে অর্জন করতে চায়।"- **গুয়িক ও জস**

"উদ্দেশ্যাবলি হলো লক্ষ্যের কার্যভিত্তিক সংজ্ঞা"- **মিলার ও ডেস**

এ প্রেক্ষাপটে বলা যায়, উদ্দেশ্য সব সময়ে বাস্তবতার আলোকে সাংগঠনিক শক্তি ও দূর্বলতার বিচারে অর্জনযোগ্য লক্ষ্য আকারে নির্ধারণ করা হয়। এটি একটি পরিকল্পিত কার্য পরিকল্পনার লক্ষ্য, যা স্বল্পমেয়াদে বা দীর্ঘমেয়াদে অর্জন করা হয়। যেমন- ৬ মাস, ১ বছর, ২ বছর মেয়াদি পরিকল্পনার নির্ধারিত উৎপাদন, আয়, লাভ ইত্যাদি লক্ষ্য হলো উদ্দেশ্য। পরিশেষে বলতে পারি, উদ্দেশ্য বলতে একটিনির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে একটি সংগঠন তার অস্তিত্ব ও কার্যাবলি দিয়ে যা অর্জন করতে চায় তাকে বোঝায়।

উদ্দেশ্যের বৈশিষ্ট্যাবলি
Features of objectives

উদ্দেশ্যেরও কতকগুলো বিশেষ দিক রয়েছে যা দিয়ে উদ্দেশ্যের স্বতন্ত্র উপাদানগুলো চেনা যায় ও উদ্দেশ্যকে অন্য ধারণা থেকে আলাদা করে। নিচে এগুলো নিয়ে আলোচনা করা হলো:

১. **গ্রহণযোগ্য:** সংগঠনের কর্মীরা উদ্দেশ্য বাস্তবে অর্জন করবে। তাদের কাছে তা গ্রহণযোগ্য হতে হবে। তারা যেন মনে করে তাদের যোগ্যতা, দক্ষতা দিয়ে এ উদ্দেশ্যগুলো তারা অর্জন করতে পারবে। তা হলেই তারা উদ্দেশ্যগুলো গ্রহণ করবে, অন্যথায় তারা অনীহা প্রকাশ করবে ও তা বাস্তবায়ন করবে না।

২. **পরিমাপযোগ্য:** উদ্দেশ্য সব সময়েই বাস্তবে পরিমাপযোগ্য হতে হবে। এককে, সময়ে, টাকায় বা স্কেলে যে কোনো মাধ্যমে এটি পরিমাপ করার মতো হতে হবে। অন্যথায় কর্মীরাও বোঝতে পারবে না তারা কতটুকু কাজ করেছে, ব্যবস্থাপকগণও কর্মীদের কাজ মাপতে পারবে না ও বলতে পারবে না যে, তারা বেশি কাজ করেছে না, কম কাজ করেছে। এ জন্য উদ্দেশ্য পরিমাপযোগ্য হতে হবে।

৩. **অর্জনযোগ্য:** উদ্দেশ্য এমন হবে যা প্রতিষ্ঠানের বিদ্যমান ভৌত অবকাঠামো, মানব সম্পদ যোগ্যতা-দক্ষতা, আর্থিক ক্ষমতা, ব্যবস্থাপকীয় নেতৃত্বের মান ও পারিপর্শিক বাস্তব অবস্থায় অর্জন করা যায়।

৪. **অনুপ্রেরণামূলক:** মানুষ চ্যালেঞ্জ পছন্দ করে। তাই, একঘেয়েমি উদ্দেশ্য না নির্ধারণ করে প্রতিযোগিতামূলক, কিছু মাত্রায় অবিদিত ও নতুন কর্ম প্রচেষ্টা লাগে এমন উদ্দেশ্য নির্ধারণ করতে হয়। ফলে, নতুন উদ্দীপনা নিয়ে কর্মীরা উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে সচেষ্ট হবে।

৫. **বোধগম্য:** কর্মীদের কাছে উদ্দেশ্যেরলিখিত ও মৌখিক বর্ণনা এমন শব্দ ও বাক্যে দিতে হবে যেখানে কোনো রকম দূর্বোদ্ধ শব্দ, অপরিচিত শব্দ, দ্ব্যর্থবোধক শব্দ ও বাক্য বা জটিল বাক্য না থাকে। কর্মীরা সহজে বোঝতে পারে এমন শব্দে ও বাক্যে উদ্দেশ্য বর্ণনা করতে হবে। সহজবোধ্য উদ্দেশ্য হলে তার বাস্তবায়নও বাঁধাগ্রস্থ হয় না।

৬. **যুৎসই:** দেশ, কাল, পাত্র ভেদে উদ্দেশ্য নানা রকম হয়। যে দেশে ও সংস্কৃতিতে প্রতিষ্ঠান ব্যবসায় করছে, তার সাথে খাপ খাইয়ে সমাজ ও সংস্কৃতির সঙ্গে যুৎসই করে উদ্দেশ্য নির্ধারণ করতে হবে। তা হলে তা অর্জন সহজ হবে।

৭. **নমনীয়:** উদ্দেশ্য একটি পরিকল্পনা। এটি অনঢ় রাখলে পরিবর্তিত বাস্তব অবস্থায় উদ্দেশ্য অর্জন করা যায় না। এ কারণে পূর্বনির্ধারিত উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের সময় পরিবর্তিত অবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে পরিবর্তন করে পুনঃনির্ধারণ করতে হয়। এ জন্য উদ্দেশ্য নমনীয় হতে হবে অর্থাৎ উদ্দেশ্যে পরিবর্তন আনার সুযোগ রাখতে হবে।

৮. **সময়সীমা:** উদ্দেশ্য অর্জনের নির্দিষ্ট সময় সীমা থাকতে হবে। ঘণ্টা, দিন, সপ্তাহ, মাস, বছর ইত্যাদি মেয়াদে উদ্দেশ্য নির্ধারণ করতে হবে, যাতে কর্মীরা সে বিচারে তাদের কর্ম প্রচেষ্টা নিতে পারে।

উদ্দেশ্য নির্ধারণ করা দরকার কেন

Why objective determination is necessary

১. উদ্দেশ্য কর্মীদের সুনির্দিষ্ট কার্য লক্ষ্য প্রদান করে। উদ্দেশ্য বাস্তব ও দৃশ্যমান আকারে প্রস্তুত করা হয়। ফলে, কর্মীরা একটা গ্রহণযোগ্য ও বাস্তব লক্ষ্য নিয়ে কাজ করতে উৎসাহ পায় ও যথা সময়ে কাজ সমাপ্ত করতে পারে। এতে কার্যপারদর্শিতাও বৃদ্ধি পায়।

২. উদ্দেশ্য কর্মীদের কার্য পারদর্শিতা মূল্যায়নের মানদণ্ড প্রদান করে। কর্মীদের কাজ মূল্যায়নের জন্য আদর্শ মানদণ্ড দরকার হয়, যার ভিত্তিতে তাদের কার্যপারদর্শিতা পরিমাপ করা হয় ও তার ফলের উপর পুরস্কার বা প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নেয়া হয়। উদ্দেশ্য এ মানদণ্ড হিসেবে কাজ করে এবং কার্যপারদর্শিতা মূল্যায়নে সহায়তা করে।

৩. উদ্দেশ্য কার্য বিভাগগুলোর মধ্যে সমন্বয় সাধনে সাহায্য করে। প্রত্যেক কার্য বিভাগের স্বতন্ত্র নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য দেওয়া থাকে। এই উদ্দেশ্যের আলোকে ব্যবস্থাপকগণ কাজের মধ্যে সুষ্ঠু সমন্বয়সাধন করতে পারে। ফলে, প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য অর্জন করা সম্ভব হয়।

৪. উদ্দেশ্য সংগঠনের ভিতরে আন্তঃব্যক্তিক ও আন্তঃবিভাগ কার্য বিরোধ হ্রাস করে। প্রতিষ্ঠানের সকল বিভাগের জন্য আলাদা আলাদাউদ্দেশ্য থাকে আবার সংগঠনব্যাপী উদ্দেশ্য থাকে। ফলে, উদ্দেশ্য নিয়ে বা উদ্দেশ্যভিত্তিক কাজ নিয়ে পারস্পারিক দ্বন্দ্ব হয় না বরং পারস্পারিক সহযোগিতা বৃদ্ধি পায়।

৫. উদ্দেশ্যনিয়ন্ত্রণ কাজকে সহায়তা করে। ব্যবস্থাপকীয় নিয়ন্ত্রণের জন্য কাজের মানদণ্ড লাগে ও উদ্দেশ্যভিত্তিক কাজ পরিমাপ করার জন্য পরিমাপক লাগে। উদ্দেশ্য যেমন মানদণ্ড, তেমনই বাস্তবভিত্তিক পরিমাপকও বটে। উদ্দেশ্য সে কারণেব্যবস্থাপকীয় নিয়ন্ত্রণ কাজের ভিত্তি হিসেবে কাজ করে ও নিয়ন্ত্রণ কাজকে সহায়তা করে।

সারসংক্ষেপ:

কোনো সংগঠন একটি নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে যা অর্জন করার পরিকল্পনা করে তাকে উদ্দেশ্য বলে। উদ্দেশ্য হলো একটি মেয়াদভিত্তিক নির্দিষ্ট আয়, উৎপাদন, পারদর্শিতা ইত্যাদি অর্জনের করার প্রত্যাশিত লক্ষ্য। উদ্দেশ্য গ্রহণযোগ্য, পরিমাপযোগ্য, অর্জনযোগ্য, অনুপ্রেরণামূলক, বোধগম্য, যুৎসই, নমনীয়, সময়সীমা, যৌগ ভিত্তিমূলক হতে হবে। উদ্দেশ্য কর্মীদের সুনির্দিষ্ট কার্য লক্ষ্য প্রদান করে,কর্মীদের কার্য পারদর্শিতা মূল্যায়নের মানদণ্ড প্রদান করে, কার্য বিভাগগুলোর মধ্যে সমন্বয় সাধনে সাহায্য করে, সংগঠনের ভিতরে আন্তঃব্যক্তিক ও আন্তঃবিভাগ কার্য বিরোধ হ্রাস করে ও উদ্দেশ্য নিয়ন্ত্রণ কাজকে সহায়তা করে।

ইউনিট উত্তর মূল্যায়ন

১. রূপকল্প কাকে বলে তা বর্ণনা করুন।
২. রূপকল্পের বৈশিষ্ট্যাবলি বর্ণনা করুন।
৩. রূপকল্পের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করুন।
৪. রূপকল্পের উদাহরণ দিন।
৫. মিশন কাকে বলে?
৬. মিশনের বৈশিষ্ট্যগুলো আলোচনা করুন।
৭. মিশন বর্ণনায় কী কী থাকে তা বর্ণনা করুন।
৮. মিশন ও রূপকল্পের মধ্যে পার্থক্য করুন।
৯. যে কোনো একটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান বাছাই করুন ও তার বাৎসরিক প্রতিবেদন থেকে মিশন চিহ্নিত করুন।
১০. উদ্দেশ্যকী ?
১১. একটি ভালো উদ্দেশ্যের গুণগুলো বর্ণনা কর।
১২. উদ্দেশ্য না থাকলে সমস্যা কী কী?
১৩. একটি উৎপাদনী প্রতিষ্ঠানের বিভিন্নমুখী উদ্দেশ্য লিখুন।